সহপাঠীর আচরনে মুনাফিকের লক্ষণ

আমার একজন ঘণিষ্ঠ সহপাঠী বন্ধুর আচরণে হঠাৎ কিছু পরিবর্তন দেখা দেয় । সে কধা বললে মিথ্যা বলে। তাকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলে মিথ্যা তথ্য দেয় । কাউকে কোন কিছু দিবে বলে ওয়াদা করলে বরখেলাপ করে । সময়মতো দেয় না । ক্লাসের কারো টাকা জমা রাখলে সে সেই টাকা খরচ করে ফেলে পরবর্তীতে সেই টাকা আর ফিরিয়ে দেয় না । আমার ঘনিষ্ঠ সহপাঠীর আচরণে কপটতা, ভন্ডামি ও দ্বিমুখী নীতি প্রভৃতি লক্ষণ প্রতিফলিত হয়েছে। যাদের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে তারা-ই মুনাফিক। তার আচরণে একজন মুনাফিকের আচরণের সাধে মিল রয়েছে ।

Scanned with CamScanner

মুনাফিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ

মুনাফিক (আরবিতে: منافق, বহুবচন মুনাফিকুন)। ইসলামি পরিভাষায় যার অর্থ একজন প্রতারক বা "ভন্ড ধার্মিক" ব্যক্তি। যে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করে; কিন্তু গোপনে অন্তরে কুফরী বা ইসলামের প্রতি অবিশ্বাস লালন করে। আর এ ধরনের প্রতারণাকে বলা হয় নিফাক।

মুনাফিক সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসের বর্ণনা।

মুনাফিক সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন:-

--নিশ্চয় মুনাফিকগণ জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে, আর আপনি তাদের সাহায্যকারী হিসেবে কখনও কাউকে পাবেন না।' (নিসা ১৪৫)

"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) বলেন মুনাফিকের নির্দশন তিনটি –

› যখন কথা বলে মিথ্যা বলে।

› ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে ।

› যখন তার নিকট কোনো কিছু গচ্ছিত রাখা হয় তখন তার খিয়ানত করে।

-------(সহিহ বুখারি ও সহিহ্ মুসলিম)।

এছাড়া মুনাফিকের চরিত্রে যে সকল বৈশিষ্ট ফুটে ওঠে তা হলো: দুমুখো স্বভাবের, প্রতারক ও ধোঁকাবাজ, তাদের অন্তর অসুস্থ, নিজেদের শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী মনে করে, ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী, মুমিনদের নির্বোধ মনে করে, উপহাসকারী, অবাধ্যতার বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায়, ভ্রষ্টতা ক্রয় করে, অহংকারী,

Scanned with CamScanner

মুনাফিকির ক্ষতিকর দিকঃ

মুনাফিকরা প্রত্যেকেই দ্বিমুখী আচরণকারী। এক মুখে তারা মুমিনদের সঙ্গে মিলিত হয়। অন্য মুখে ভোল পাল্টিয়ে তারা কাফিরদের সঙ্গে মিলিত হয়। তাই মুনাফিকির পরিণাম খুবই ভয়াবহ।

আল্লাহ বলেন, 'হে নবি! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন করুন। আর তাদের পরিণতির হচ্ছে জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা তাওবাহ : আয়াত ৭৩)

Scanned with CamScanner

নিফাক পরিহারের উপায়ঃ

১. কথা বলার সময় সত্য কথা বলবে, মিথ্যা কথা বলবে না।

২. কাউকে কথা দিলে তা রক্ষা করবে ।

৩. আমানত রক্ষা করবে । যেমন কারে! কাছে কোলো জিনিস ও সম্পদ আমানত রাখলে তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে এবং ফেরত দিবে । কারো সাথে কথা দিলে তা রক্ষা করবে । এছাড়াও রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিনষ্ট করবে না।

Scanned with CamScanner

মুনাফিকী থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমার কর্মপরিকল্পনাঃ

› কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী আমল করার কথা বলতে হবে।

› ওয়াদা না রাখার পরিণাম সম্পর্কে বুঝাতে হবে ।

› তাকে সত্য কথা বলার জন্য উপদেশ দিতে হবে ।

› সত্য কথা বলার গুরুত্ব বুঝাতে হবে ।

› মিথ্যা কথা বলার কুফল বুঝাতে হবে ।

› কারো সাথে ওয়াদা করলে তা রাখার গুরুত্ব বুঝাতে হবে ।

› আমানতের গুরুত্ব বুঝতে হবে ।

› আমানতের খেয়ানত করার কুফল বুঝতে হবে ।

Scanned with CamScanner